শাস্ত্রার্থ - পুরাণ বেদানুকূল কি?

দিনাঙ্ক - ১৮ মে ১৯৪১ (দুপুর ২টা)
বিষয় - **পুরাণ বেদানুকূল কি?**
লেখক - আশীষ আর্য

পৌরাণিক পক্ষ থেকে শাস্ত্রার্থকর্তা - **শ্রী পণ্ডিত মধবাচার্য জী শাস্ত্রী**
সহায়ক - (১) শ্রী পণ্ডিত দিবাকর দত্ত জী শাস্ত্রী
(২) শ্রী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জী শাস্ত্রী
(৩) শ্রী পণ্ডিত কুঞ্জলাল জী শাস্ত্রী
প্রধান - স্টেশন মাস্টার জী বাবু লেখরাজ জী
মন্ত্রী - শ্রী লালা কর্ম চন্দ্র জী

আর্য সমাজ থেকে শাস্ত্রার্থকর্তা - **শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী**
সহায়ক - শ্রী পণ্ডিত বাচস্পতি জী এম. এ.
প্রধান - শ্রী জীবন দাস জী সর্রফ
মন্ত্রী - শ্রী মথুরা দাস জী মদন

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

পণ্ডিত জী, আপনি পুরাণের উকিল, পুরাণ ১৮ বলে আর মানা হয়। শুনুন - "অষ্টাদশ পুরাণানাম্ কর্তা সত্যবতী সুতঃ" আমি নিশ্চিত যে আপনি যে পুরাণের উকিল, সেই ১৮ পুরাণের নাম আপনি বলতে পড়বেন না। যদি বলতে পারেন তো বলুন। এটি হলো প্রথম পরীক্ষা, আমি নিশ্চয় পূর্বক বলবো যে শাস্ত্রার্থের অন্তিম সময় পর্যন্ত আমার এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন না। ১৮ পুরাণের নাম কি কি?

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী শাস্ত্রী -

বাঃ বাঃ!! "প্রথমে গ্রাসে ভক্ষিকা পাতঃ" অনেক বড়ো প্রশ্ন করেছেন আপনি। আমার শত গ্রন্থের নাম মনে আছে। আর ১৮পুরাণের নাম মনে রাখতে পারবো না? ১৮ নাম তো কোনো বাচ্চাও বলে দিবে। আমি ভেবেছিলাম, কোনো বড়ো ভারী প্রশ্ন আমার সন্মুখ আসবে, প্রশ্ন আসলো তো আসলো এটা যে ১৮ পুরাণের নাম কি? আমি বলছি শুনুন -

মদ্বয়ম্ ভদ্বয়ম্ চৈব ব্রন্নয়ম্ চ চতুষ্টয়ম্।
অনাপ লিম্গ কুস্কানি, পুরাণানি প্রথক্ প্রথক্।।

অর্থাৎ 'ম' থেকে দুই (মৎস্য আর মার্কণ্ডেয়) 'ভ' থেকে দুই (ভাগবত আর ভবিষ্য) 'ব্র' থেকে তিন (ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড আর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) 'চ' থেকে চার (বরাহ, বায়ু, বামন আর বিষ্ণু) এইভাবে এটা ১১ পুরাণ হলো, বাকি সাত পুরাণের আদ্যক্ষর এই ভাবে যেমন, 'অ' থেকে অগ্নি 'ন' থেকে নারদ 'প' থেকে পদ্ম 'লিং' থেকে লিঙ্গ 'গ' থেকে গরুড় 'কূ' থেকে কূর্ম 'স্কম্' থেকে স্কন্দ এই আঠারো নাম পুরাণের এই শ্লোকে নেওয়া হয়েছে। ওখানে শিব পুরাণের নাম নেই, আর ভাগবত তিনটা আছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল একটার নামই এখানে আছে। আপনি আঠারো পুরাণের নাম বলুন? আমি তো বলে দিয়েছি।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

পণ্ডিত জী ! প্রশ্নটা আঠারো নাম মনে রাখার ছিল না। আমার প্রশ্নে রহস্য আছে, সেটা এই যে পুরাণ আঠারোটা নয়, আশ্চর্য এই যে - আপনি পুরাণের ঠেকেদার হয়েও এটা বলতে পারছেন না যে - আঠারো পুরাণ কি কি? তাদের নামগুলো কি কি? সেই রহস্যটা আমি জানি। আপনি জানেন না আর তাই আপনি আঠারো পুরাণের নাম বলতে পারবেন না। শুনুন এক রহস্য এটা হলো যে - যেখানে যেখানে আঠারো পুরাণের নাম গনা হয়েছে, সেখানে সেখানে নামের ভিন্নতা রয়েছে, কখনো শিব পুরাণ আঠারো পুরাণে গণা হয়, বায়ু পুরাণ নয়। আবার কখনো বায়ু পুরাণকে আঠারো পুরাণে গণা হয় তো শিব পুরাণ বাদ যায়। শিব পুরাণ আর বায়ু পুরাণ দুটোকেই যদি পুরাণ মানা যায় তো পুরাণ ১৮ নয় বরং ১৯ হয়ে যাবে। বলুন আপনি ১৮টির উকিল নাকি ১৯টির? আরও শুনুন শিব পুরাণে কি বলা হয়েছে -

"ষাড্বিম্শতি পুরাণাম্, মধ্যেত্স্যেকম্ শ্রুণোতি য়ঃ"

এখানে চব্বিশ পুরাণের উল্লেখ রয়েছে, বলুন! আপনি কোন কোন পুরাণের আর কত পুরাণের ঠেকেদার? আপনি আমাকে আঠারো পুরাণের নাম জিজ্ঞেস করছেন, আমি তো তার মধ্যে একটাকেও মানি না, আর এটাও মানি না যে পুরাণ আঠারোটা। আমার উদ্দেশ্য তো আপনার পুরাণ খন্ডন করা, সেটা এক হোক অথবা একশ, বা সেটা ১৮টা হোক অথবা ১৮০০টা।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -

ঠাকুর সাহিব, বোঝা গেলো আপনি পুরাণের নাম জানেন না। আপনি এটা জানেন না যে পুরাণ ১৯টা নয় বরং ১৮টাই। আপনি কোথাও পুরাণের সূচিতে "শিব-পুরাণ" এর নাম পড়েছেন আর কোথাও শিব পুরাণের নয় তো "বায়ু-পুরাণের" নাম পড়েছেন, তো আপনি ১৯টা পুরাণ ভেবে নিয়েছেন। ঠাকুর সাহিব পুরাণ তো আপনি আমার কাছে পড়ুন, আর আমার কাছে বুঝে নিন। শুনুন, "শিব পুরাণের বায়বীয় সংহিতার নামই বায়ু পুরাণ"। "বায়ু পুরাণ" কোনো পৃথক পুস্তক নয়।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

বোঝা গেলো আপনি পুরাণের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। না আপনি কখনো পুরাণ পড়ে-দেখেছেন। নিন, আমি আপনার পুরাণ জ্ঞানের পোল এখনই খুলে দিচ্ছি। আমার কাছে শিবপুরাণও আছে আর বায়ুপুরাণও, দেখুন এই নিন, শিবপুরাণের "বায়বীয় সংহিতার" নাম বায়ুপুরাণে নেই। এই বায়ুপুরাণ হলো সর্বথা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পুরাণকে বাস্তবে আমিই পড়েছি। আপনি তো কোথাও শুনেছেন। নিন, আরও এক রহস্যের কথা বলি, আঠারো গণনাতে ভাগবতের একটি পুরাণকে গণা হয়েছে কিন্তু ভাগবত হলো তিনটি, শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় দেবী ভাগবত, শিব পুরাণে দেবী ভাগবতকেই "ভাগবত" গণা হয়েছে। এই প্রকারে পুরাণ আঠারো নয় ২১টা হয়ে গেলো। আপনার জ্ঞানে আরও ঝগড়া বাড়লো! এখানেই শেষ নয়! আজ আপনি বুঝবেন যে কার পালাতে পড়েছেন? পুরাণ তো আমিই পড়েছি। নিন, আরও এক ভাগবত শুনাচ্ছি, এখানে লেখা আছে - "শ্রীকৃষ্ণ জী পার্বতীর অবতার ছিল"। আপনি তো এযাবৎ তাকে বিষ্ণুর অবতারই মানেন। এখন আমার কাছ থেকে শুনুন! শিব জী পার্বতীকে বলছেন -

য়দি ত্বম্ মে প্রসন্নাসি, তদা পুম্স্ত্বমবাপ্নুহি।
কদাচিত্ পৃথিবী পৃষ্ঠে, য়াস্যেऽহম্ স্ত্রী স্বরূপতাম্।।১৬।।
য়থাহম্ তে প্রিয়ো ভর্তা ত্বম্ বৈ প্রাণ সমাঙ্গনা।
এতদেব গনো অভীষ্টম্ বিদ্যতে প্রার্থ্য মুবমম্।।১৭।।
দেবয়ুবাচ ভবিষ্যেऽহম্ ত্বশ্রিয়ার্থম্ নিশ্চিত্তম্ পৃথিবী তলে।।১৮।।
পুঁরূপেণ মহাদেব বসুদেব গৃহে প্রভু।
কৃষ্ণোऽহম্ মত্প্রিয়ার্থম্ স্ত্রী ভব ত্বম্ হি ত্রিলোচন।।১৯।।
বৃষভানোঃ সুতা রাধা স্বরূপাহম্ স্বয়ম্ শিবে।।২০।।

তাম্ রাধামুপসম্যেমে কোঽপি গোপো মহামুনে।
ক্লীবত্বম্ সহসা প্রায় শম্মোরিচ্ছা নুসারতঃ।।২১।।

অর্থাৎ - হে পার্বতী জী! যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও তো তুমি পুরুষ হও, আমি পৃথিবীতে কোথাও স্ত্রী হয়ে যাবো। যেমন আমি তোমার প্রেমপূর্ণ করি। সেরকম তুমিও আমার পতি হও এটা আমার কামনা। দেবী বললেন - আমি তোমার প্রেমের জন্য নিশ্চয় বাসুদেবের ঘরে জন্ম নিয়ে কৃষ্ণ হবো। শিব জী বললেন - আমি বৃষভানের ঘরে তার কন্যা রাধা হবো? সেই রাধাকে কোনো গোপ বিয়ে করেছে তো সে শিবের ইচ্ছানুসার নপুংসক হয়ে গেছে।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -
শ্রীমান ঠাকুর সাহিব, আপনি এটা কোন পুস্তক পড়ে শোনাচ্ছেন?

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -
(হেসে...) শ্রীমান পণ্ডিত জী মহারাজ! এটা হলো সেই তৃতীয় ভাগবত। এর নাম হলো "মহাভাগবত মহাপুরাণ"।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -
ঠাকুর সাহিব, কৃপা করে এই পুস্তক আপনি আমাকে দিন, এই পুস্তক আমিও দেখিনি।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -
কেনো নয়, এই নিন। বাহ্! আপনি এটা ভালই বললেন। নিন আপনি নিশ্চয়ই দর্শন করুন।

Note- সেই পুস্তককে শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী না কখনো দেখেছেন না শুনেছেন। পুস্তকটি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সম্পূর্ন সভাতে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলো।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -
ঠাকুর সাহিব, এই পুস্তক আজ আপনি আমার কাছেই রাখুন, আজ একে দেখবো আর কাল এর উত্তর দিব।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -
পণ্ডিত জী মহারাজ! কৃপা করে আমার পুস্তক শিগগিরই আমাকে ফেরৎ দিন, এর উত্তর তো আপনি তিন জন্মেও দিতে পারবেন না। আপনি শিগগির পুস্তক ফিরিয়ে দিন।

Note- পুস্তক ফিরে আসলো। কিন্তু সম্পূর্ণ সভা আশ্চর্যতে পড়ে গেলো। চতুর্দিক নিঃস্তব্ধ ছেয়ে গেছে। আর্য সমাজী যুবক লম্ফোঝম্ফো করে জয় ধ্বনি দেওয়া শুরু করে। চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসতে থাকে বৈদিক ধর্মের - জয়। আর্য সমাজ - অমর হোক। বেদের জ্যোতি - জ্বলতে থাকুক।

অবশেষে ঠাকুর সাহেব ইশারা করে সেই যুবকদের বসিয়ে দেন তথা শান্ত করে স্লোগান দিতে মানা করেন। এবং শাস্ত্রার্থ পুনরায় শুরু করলেন -

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

পুরাণের সংখ্যা ২১ হয়ে গেছে! বলুন! আপনি কোন কোন পুরাণের আর কত পুরাণের উকিল? আরও এক রহস্য আছে, সেটা হল যে, এই পুরাণগুলো থাকার পরেও ছয়ের অধিক তামস পুরাণ আছে। যা পড়লে পাঠককে নরকে নিয়ে যায়। বলুন, সেগুলোকেও আপনি বেদানুকূল সিদ্ধ করবেন? পণ্ডিত জী এটা তো জানা গেলো যে আপনি নাম আদিও জানেন না, এখন পুরাণের ভেতরকার পোলও শুনুন -

(১) শিব জী মহানন্দা বৈশ্যার সঙ্গে সনাতন ধর্ম (ব্যভিচার) করে।

(২) আপনার বিষ্ণু ভগবান জালন্ধরের স্ত্রী বৃন্দার সঙ্গে জালন্ধরের রূপ নিয়ে ছল করে সনাতন ধর্ম (ব্যভিচার) করে।

(৩) চন্দ্র তার গুরুপত্নী (দেবদের গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী) তারার সঙ্গে "সনাতন ধর্ম" (ব্যভিচার) করে।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -

ঠাকুর সাহিব আপনি এটাকে "সনাতন ধর্ম" কেন বলছেন? আপনার লজ্জা থাকা উচিত।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

পণ্ডিত জী মহারাজ, লজ্জার কথা তো আপনি আপনার ঋষি উদ্দালককে জিজ্ঞেস করুন, এর সম্বন্ধে। যদি আপনি না জানেন তবে শুনুন মহাভারতে বলা হয়েছে যে - উদ্দালকের পুত্র শ্বেত কেতু ছিল। উদ্দালকের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এক ব্রাহ্মণ একান্ত জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছিল তো শ্বেত কেতু তার উপর ক্রোধ করে। উদ্দালক শ্বেত কেতুকে বললো যে, "মা তাত কোপম্ কার্ষোকস্ত্বম্ এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ।।" অর্থাৎ - হে বালক ক্রোধ করো না, এ তো "সনাতন ধর্ম", পণ্ডিত জী মহারাজ! আমি তো আপনারই গ্রন্থের আধারে একে "সনাতন ধর্ম" বলছি। নিজে থেকে বলছি নাকি! (জনতার মধ্যে হাততালির সঙ্গে প্রচণ্ড অট্টহাসি....)

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -

পণ্ডিত জী পুরাণ নাম তো বেদেও আছে। দেখে নিন - আর মহারাজ! হে আমার ঠাকুর জী, মহানন্দা ব্যভিচারিণী ছিল না, সে তো বেদ মন্ত্র গাইতো, ভগবান শিব জী তার ভক্তির পরীক্ষা করতে তার গৃহে গিয়ে

ছিল।ব্যভিচার করার জন্য যায় নি। ব্যভিচারের শিক্ষা তো আর্য সমাজই দেয়। সনাতন ধর্ম দেয় না, আর আমি কালকে বলবো যে ব্যভিচারের শিক্ষা আর্য সমাজ কি প্রকারে দেয়? তারপর সেই গৃহে শিবজির কৃপাতেই আগুন লেগেছিল, ব্যভিচারের কথা তো সেখানে আপনারই চিন্তায় আসে। বৃন্দা পতিব্রতা ছিল। তার স্বামী জালন্ধর শয়তান ছিল। ভগবান তাকে মারতে চেয়েছিল। বৃন্দার পতিব্রত ধর্মের কারণে তাকে মারা যাচ্ছিল না। এই কারণে তার পতিব্রত ধর্মকে ভঙ্গ করে যেন জালন্ধরকে মারা যেতে পারে। আপনি সব জায়গায় কেবল ব্যভিচারই দেখেন। ওই চন্দ্র পৃথিবীর কোনো মানুষ ছিল না। সে চন্দ্র এটাই যা রাত্রিতে আকাশে দেখা যায়, বৃহস্পতিও নক্ষত্র, তারাও নক্ষত্রেরই নাম। জ্যোতিষ তো আপনাদের আসে না, এই বিষয় বিনা জ্যোতিষ পড়ে বুঝতে পারবে না। আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা তারার চন্দ্র কক্ষে আসাতে চন্দ্রমা দ্বারা তার থেকে এক গ্রহ উৎপন্ন হয়ে যায়। তার নাম হল "বুদ্ধ", জ্যোতিষ পড়ুন, ঠাকুর সাহিব! যদি বুঝতে চান।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

বন্ধুগণ! পণ্ডিত জী বলছেন যে - মহানন্দা ব্যভিচারিণী স্ত্রী ছিল না, সে তো বেদমন্ত্র গাইতো। তার গান শুনতে পণ্ডিত জীও গিয়ে থাকবেন। আমাদের এতে কোনো যায় আসে না সে কী গাইতো? কিন্তু সে ব্যভিচারিণী ছিল না, এটা পণ্ডিত জী তার বক্তব্যে বলেই দিয়েছেন। পণ্ডিত জী! যার হয়ে আপনি দাড়াচ্ছেন, তাকে জিজ্ঞেস তো করতে পারতেন যে সে ব্যভিচারিণী না ব্রহ্মচারিণী? মহারাজ জী! সে স্বয়ং বলছে -

বয়ম্ হি স্বৈরিচারিণ্যো, বেশ্যাস্তু ন পতিব্রতা।
অস্মত্ কুলোচিতো ধর্মো, ব্যভিচারো ন সম্শয়ঃ।।

অর্থাৎ- সে বলছে যে, আমি ব্যভিচারিণী, পতিব্রতা নই। আমাদের কুলের ধর্মই হল ব্যভিচার, এতে কোনো সংশয় নেই। আর পণ্ডিত জী বলছেন - শিব জী তার ভক্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য গিয়েছিল। ঠিক আছে। আপনিও কোনো বৈশ্যাগণের ওখানে তাদের ভক্তির পরীক্ষা নিতে গিয়ে থাকবেন। (জনতার মধ্যে অট্টহাসি.....) তো সেই বৈশ্যার গৃহে আগুন লাগতে পারে, কিন্তু আপনার শিব জী কোমল খাটে ও বালিশ দিয়ে পালঙ্কের উপরে তো শুয়েছে। আগুন সনাতন ধর্মের আগে লেগেছে নাকি পরে লেগেছে? এটা আপনিই বলুন। পরীক্ষা পূর্ণ হয়েছিল নাকি অপূর্ণই থেকেছে? (শ্রোতার মধ্যে আবারও হাসি...) বৃন্দা পতিব্রতা ছিল কিন্তু আপনার বিষ্ণু জী তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। এটা তো আপনিও মেনেছেন। মারার প্রয়োজন ছিল এক শয়তানকে, এক পতিব্রতার ধর্মকে নষ্ট কেন করলো? এর জন্য সেই পতিব্রতার ধর্মকে ভ্রষ্ট করেছে আর নিজেরও ভ্রষ্ট হয়েছে। এ এক অদ্ভুত সনাতন ধর্ম! ধন্য আপনার বিষ্ণু জীকে, কিন্তু পণ্ডিত জী এই পাপের ফলও আপনার বিষ্ণু জীকে ভুগতে হয়েছে। আপনার বিষ্ণু জীর স্ত্রীকেও কোনো এক মায়াবী, ছলনাকারী, কপটী অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই পতিব্রতা - নিজের স্বামীকে তো মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেনি কিন্তু বিষ্ণু জীর স্ত্রীকে অপহরণ করিয়ে দিয়েছে। এইসব লীলাকে বেদ দ্বারা সিদ্ধ করুন যে, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ করা, ঠকবাজি করে পতিব্রতা থেকে ব্যভিচার করানো, এসব বেদানুকূল সিদ্ধ করুন, তবে তো পুরাণ বেদানুকূল হবে।

চন্দ্রের গুরুপত্নী গমন আকাশের চন্দ্রমার মাথায় গড়া যায় না। সে চন্দ্রমা আকাশের নয়, এই ভূমির ছিল, এরকম পুরাণেই সিদ্ধ হচ্ছে। এর জন্য জ্যোতিষ পড়ার আবশ্যকতা নেই। আপনি পুরাণ পড়ুন। সেই চন্দ্রমা অত্রির পুত্র বলা হয়েছে আর সে বৃহস্পতি নক্ষত্র নয়, সে আপনার দেবতাগণের গুরু বলা হয়েছে। তার স্ত্রী তারার সঙ্গে ব্যভিচার করে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তার নাম "বুধ" বলা হয়েছে। এই বুধ আকাশের গ্রহ বুধ ছিল না, তার বিবাহ মনুর পুত্রী "ইলা"র সঙ্গে হয়েছে এমনটা লেখা আছে। এরপর তাদের বংশ চলে। মনুস্মৃতিতে গুরুপত্নি গমণকে মহাপাতক, মহাপাপ বলা হয়েছে, শুনুন আর নোট করুন -

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানম্ স্তেয়ম্ গুরু বস্ঙ্গনাঙ্গমঃ।

মহান্তি পাতকান্যাহু, সম্সর্গশ্চাপি তৈঃ সহঃ।। (মনুস্মৃতি)

পুরাণগুলোকে আপনি কোনো জন্মেও বেদানুকূল সিদ্ধ করতে পারবেন না। আরও বলছি শুনুন - শিব জী অনেকজনকে ভোজন করান - পশ্চাৎ শিবদূতী শিব জীর কাছে যায় "আমায় ভোজন দিন"। আপনার শিব জী তাকে বলে - আমার নাভির নিচে দুটি ডিম্বকোষ আছে, তুমি খেয়ে নাও। বলুন পণ্ডিত জী! এই "কৈলাসের ফল" কখনও আপনিও চেখে দেখেছেন নাকি? (শ্রোতার মধ্যে অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ে...) রাক্ষস ব্রহ্মা জীর সঙ্গে মৈথুন করার জন্য দৌড়ায়, ঋষিগণ রামের সঙ্গে মৈথুন করতে চেয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে অর্জুনী বানিয়ে আর নারদকে নারদী বানিয়ে মৈথুন করেদিল। মহারাজ জী! আপনি কি কি বেদানুকূল সিদ্ধ করবেন? এক-দু'টা হয় তো বলি, কিন্তু এখানে তো পুরো কুয়ো ভর্তি গাঁজা-ভাঙ্গে পূর্ণ আছে।

শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী -

ঠাকুর জী! আপনি সব জায়গায় শুধু ব্যভিচার আর মৈথুনই দেখেন। শিব জীর কাছে শিবদূতী অর্থাৎ মৃত্যু এসেছিল আর তার কাছে ভোজন চায়। শিব জী বলেন - ব্রহ্মাণ্ডকে খেয়ে নে, তাই মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডকে খায়। দ্বিতীয় কথা হল যা আপনি বললেন, তো ওখানে মৈথুনের অর্থ হল মেল, রাক্ষসগণ ব্রহ্মা জীর সঙ্গে মেল করতে চেয়ে ছিল, তো ক্ষতি কি আছে এখানে? ঋষিগণ ভক্তি করে ভগবান রামের উপাসনা করতে চেয়ে ছিল । ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে আর নারদের ভক্তিকে স্বীকার করে। আপনি সব জায়গায় খারাপ আর খারাপই দেখেন। পুরাণগুলোকে যদি গুরু-মুখে পড়তেন তো তার গৌরব বুঝতেন।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

বন্ধুগণ! আমার প্রশ্নের যা উত্তর শ্রী পণ্ডিত জী দিয়েছেন আপনারা শুনলেন, এখন এই উত্তরগুলোর পোলও খুলছি শুনুন - শিবদূতী হল মৃত্যু, সে শিব জীর নিকট তার খিদে মেটানোর জন্য ভোজন নিতে আসে। শিব জী তাকে বলে যে, ব্রহ্মাণ্ডকে খাও, তো মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডকে খায়, এরও পোল শুনুন -

আস্বাদিতম্ ন চান্যেন ভক্ষ্যার্থে চ দদাম্যহম।।২৫।।

অদেয়া ভাগে চ মে নাভের্বত্তুল্লৌ ফল সন্নিভৌ।

ভক্ষ্যধবম্ হি সহিতা লম্বৌ মেম্ বৃষণাবিমৌ॥২৬॥

(পদ্ম পুরাণ সৃষ্টি খন্ড ১ অধ্যায় ৩১ শ্লোক ২৫-২৬)

অর্থাৎ - যা কেউ কখনও খায় নি, তা খাওয়ার জন্য দিচ্ছি। আমার নাভির নিচে গোল-গোল দুই ফলের মতো আছে। সবাই মিলে খাও, এই ঝুলন্ত লম্বা-লম্বা হল আমার দুই ডিম্বকোষ (বৃষণ)। এই শ্লোকে আমার নাভির নিচে দুই ডিম্বকোষ গোল-গোল ফলের মতো লেখা আছে। একে খাও, এখানে বলা হয়েছে। নাভির নিচে কি রকম ব্রহ্মাণ্ড আছে? আপনি ব্রহ্মাণ্ড ভাবছেন, যা কিনা একটা হয়। কিন্তু শিব জী তো বলছেন সেটা একটা নয়, দুই-দুইটা। ওখানে দ্বিবচন রয়েছে, " বত্তুল্লৌ" দুটো গোল "ফল সন্নিভৌ" ফলের মতো! ব্রহ্মাণ্ডের জন্য হয় এক বচন হতো বা বহুবচন হতো কিন্তু এখানে তো দ্বিবচন আছে। আর এখানে ব্রহ্মাণ্ড নয় শ্রীমান জী! একদম স্পষ্ট যে "বৃষণাবিমৌ" এই দুই বৃষণ অর্থাৎ দুই ডিম্বকোষ আছে, তা বলা হয়েছে। পুরাণগুলোতে ব্যভিচার, মৈথুন স্পষ্টভাবে লেখা আছে।দেখুন - রাম জীর সঙ্গে মৈথুন ইচ্ছুক -

পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব দণ্ড কারণ্য বাসিনঃ।

দৃষ্ট্বা রামম্ হরিম্ তত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ত (মৈচ্ছন্সু) বিগ্রহম্॥ ১৬৬॥

তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদভুতাস্ত গোকুলে।

হরিম্ সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তাঃ ভবার্ণবাত্॥১৬৭॥

(পদ্ম পুরাণ উত্তর খন্ড ৬ অধ্যায় ২৭২ পৃষ্ঠ ১৮৭ শ্লোক ১৬৬-১৬৭)

শ্রী রাম জীর সঙ্গে মৈথুন ইচ্ছুক হয়ে সেই সব ঋষিগণ এই কারণে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দ্বাপরে তারা সব স্ত্রী হয়ে যায় আর শ্রী কৃষ্ণ জী তাদের সঙ্গে সনাতন ধর্ম করে তাদের সেই সময়ের ইচ্ছাকে পূর্ণ করে। এখন আপনি অর্জুনের সম্বন্ধে শুনুন -

শ্রীকৃষ্ণ জী অর্জুনকে অর্জুনী বানিয়ে তার সঙ্গে সনাতন ধর্ম (ব্যভিচার) করে। প্রমাণ দেখতে চান তো এই নিন দেখুন - " পদ্ম পুরাণ ৫ পাতাল খন্ড অধ্যায় ৭৪ শ্লোক ১৮১-১৮২," এরপর নারদ-নারদীর সম্বন্ধে শুনুন - নারদ নারদী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জীর কাছে পৌঁছায়, আর শ্রীকৃষ্ণ জী নারদীর সঙ্গে এক বর্ষ পর্যন্ত সনাতন ধর্ম করতে থাকে। প্রমাণ দেখতে চান তো এই নিন দেখুন -

"পদ্ম পুরাণ ৫ পাতাল খন্ড অধ্যায় ৭৫ শ্লোক ৩১, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪২" হয়ে গেলো মহারাজ জী! আপনার পুরাণের শিক্ষা, এই পুরাণগুলোকে আপনি জন্ম-জন্মান্তরেও বেদানুকূল সিদ্ধ করতে পারবেন না, এটা আমার চ্যালেঞ্জ রইলো।

Note- শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী তার দেওয়া সকল উত্তর পূর্ব বক্তব্য অনুযায়ী পুনঃ বলতে থাকেন, সম্পূর্ণ সময় তিনি পূর্ব বক্তব্যেই কাটিয়ে দেন। কৈলাসী আপেল যা শিব জী শিবদূতীকে খাওয়ার জন্য নিজের "বৃষণ" ডিম্বকোষ বলে তথা অর্জুনকে অর্জুনী বানিয়ে তথা নারদকে নারদী হওয়ার যা কৃষ্ণের মৈথুনের কথা বলা হয়েছে, সেটা নিয়ে শ্রী পণ্ডিত মাধবাচার্য জী কিছুই বললেন না। মহানন্দা বৈশ্যা আর শিব সমাগম তথা বৃন্দের সঙ্গে ব্যভিচার নিয়েও কোনো উত্তর দিলেন না।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -
কি হলো পণ্ডিত জী! দিলেন তো করে লিপাপোতি, আহা! আমার তো সব প্রশ্নকেই পান করে ফেললেন যেমন শ্রাদ্ধের ক্ষীর! (জনতায় হাসি...) এর থেকে আর আপনি করবেনই বা কি? যা স্পষ্ট পুরাণে উল্লেখ.... (শাস্ত্রার্থের মাঝেই...)

Note- সনাতন ধর্মের সভার প্রধান শ্রী বাবু লেখরাজ জী (স্টেশন মাস্টার) সভার মাঝে দাড়িয়ে দুই হাত জোর করে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন -
প্রিয় শ্রোতাগণ! যদি সনাতন ধর্ম এটাই হয়, পুরাণগুলোর এইরকম বাস্তবিকতা হয়, তো "আমি" আজ থেকে সনাতন ধর্মে আর নেই। তো আমি আজ থেকে বৈদিক ধর্মী হওয়ার ঘোষণা করছি।

ব্যস্! মাস্টার সাহেবের এই বলাতেই চারদিক উচ্চ ধ্বনিতে ছেয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে - " বৈদিক ধর্মের জয়" , "আর্য সমাজ অমর হোক", "মহর্ষি দয়ানন্দের জয়", "ঠাকুর অমর সিং শাস্ত্রার্থ কেশরী জিন্দাবাদ", "পুরাণ বেদ বিরুদ্ধ", "পুরাণ ধর্ম বিরুদ্ধ"।

(সমাপ্ত)